১২-০৫-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের এই জীবনকে যদি কড়ি থেকে হীরায় রূপান্তরিত করতে চাও, তবে সময়কে সফল করো, তোমার অপগুণ দূর করো, খেয়ে ঘুমিয়ে সময় বয়ে যেতে দিওনা ।

প্রশ্নঃ - কোন্ নামের জন্য মানুষ সবাইকে ভগবানের রূপ মনে করে ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন, এই সময় আমি বিভিন্ন রূপ ধারণ করি, আমি বহুরূপী । আমি যখন এখানে মুরলি শুনাই তখন যে পরমধাম খালি হয়ে যায় সেরকম নয়, এই সময় আমাকে অনেক কাজ করতে হয়, অনেক সার্ভিসও । বাচ্চাদের এবং ভক্তদের সাক্ষাত্কার প্রদান করতে হয় । এইসময় আমি বহুরূপী, মানুষ এর অর্থ করে নেয় এই সব ভগবানের রূপ ।

প্রশ্নঃ- বাবার কোন্ শ্রীমত্ অনুসরণ করে বাচ্চারা সুযোগ্য তৈরি হয় ?

উত্তরঃ - বাবা বলেন, বাচ্চারা কখনও ডিসসার্ভিস করোনা, সময় অতি মূল্যবান । শুয়ে ঘুমিয়ে একে নষ্ট কোরোনা । কমপক্ষে আমার জন্য আট ঘন্টা সময় ব্যয় করো । এই শ্রীমত্ পালনকারী বাচ্চারাই সুযোগ্য ।

গীতঃ- তুমি নিশীথ যাপন করেছ ঘুমে, দিবস কাটালে ভোজনে....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । বাচ্চারা তোমরা জানো, আমরা সকলে বাবার সন্তান । আমাদের দেহের বাবা শারীরিক, কিন্তু আত্মার শরীর নেই, সুতরাং আত্মাদের বাবা অশরীরি । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা বেহদ সুখের উত্তরাধিকার লাভ করো বেহদের বাবার থেকে । এটা এখন শুরু হয়ে ত্রেতার শেষ পর্যন্ত চলে । তোমরা এখন পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের প্রারব্ধ (পূর্ব জন্মের অর্জিত কর্মফল) তৈরি করে নিচ্ছ । তারপরে যখন বেহদ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তোমাদের হদের উত্তরাধিকার শুরু হয় । এইসব গভীর রহস্য । তোমরা জানো, তোমরা অর্ধ কল্প তোমাদের হদের বাবার থেকে উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি হয় এবং তোমরা বেহদের বাবাকে স্মরণ করো । আত্মার সম্বন্ধে সবাই ভাই । একমাত্র তিনি, পিতা । এটা বলাও হয়ে থাকে আত্মারা পরস্পর ভাই, পরে মনুষ্য সৃষ্টি রচিত হলে তারা ভাই-বোন হয়ে যায় । এটা নতুন রচনা । পরে পরিবার বাড়তে শুরু করে । মামা, কাকা ইত্যাদিরা পরে আসে । বাবা এই সময় রচনা রচেন । শুধু বাচ্চা আর বচ্চিরাই থাকে, অন্য কোনও সম্পর্ক নেই । এখন, তোমরা জীবনে থাকতেই ভাই আর বোন হয়ে যাও । অন্য কোনও সম্পর্কের সথে তোমাদের যোগ নেই । এখন তোমরা নব জন্ম লাভ করেছ । তোমরা জানো, এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমরা এখন শিববংশী ব্রহ্মাকুমার -কুমারী । ব্রহ্মাকুমার- কুমারীদের অন্য কোনও সম্পর্ক থাকেনা । এই সময় সমগ্র দুনিয়া পতিত, একে পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা বলো, বাবা আমরা তোমার হয়েছি । বাবা বলেন, বাচ্চারা ! ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করে নিজেদের জীবন হীরেসম বানাতে হবে । সারাদিন শুধু খাওয়া, রাতে ঘুমানো আর বাবাকে স্মরণ না করা ....তোমাদের হীরকতুল্য জন্ম লাভ হতে দেবেনা । বাবা বলেন, জীবিকার্জনের জন্য কর্ম করাকালীন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল ফুলসম পবিত্র হতে হবে । তোমরা বুঝতে পারছ, তোমরা কড়ি থেকে হীরায় পরিণত হচ্ছ অর্থাত্ মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হচ্ছ ! মানুষের মধ্যে অনেক দোষত্রুটি

থাকে । দেবতারা পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ আর সেই কারণেই মানুষ দেবমূর্তির সামনে তাদের অপূর্ণতার কথা বলে, তুমি সর্বগুণসম্পন্ন ...আমি পাপী, অধম ! এখন বাবা বলছেন, নিজের সমস্ত আসুরিক গুণ বার করে ঈশ্বরীয় দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । বাবা নিরাকার, মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের বীজরূপ । তিনি সত্য,চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর । এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে বসেছে তো ! এই জ্ঞান নতুন । কোনও বেদ শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই । এখন তোমরা যা কিছু শুনছ তা' পরে লোপ পেয়ে যাবে । তোমরা এখন জানো যে, আমরা আসুরিক গুণের মানুষ বাবার থেকে দৈবী গুণ ধারণ ক'রে দেবতায় পরিণত হচ্ছি । আমাদের মাথার ওপর যে পাপের বোঝা চেপে আছে তা' বাবাকে স্মরণ করে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে । ভক্তিমার্গে তারা তোমাদের বলে থাকে যে গঙ্গাস্নানে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । যাই হোক, জলে কেউ পবিত্র হতে পারবেনা । যদি এমন হতো, তবে তারা কেন পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করত ? তারা কোনকিছু বোঝেনা । সচেতন এবং অবচেতনের এই নাটকও তৈরি হয়ে আছে । এখন তোমরা কত বুঝদার হয়েছ । এখন তোমরা সারা সৃষ্টিচক্রকে জেনেছ । হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি জানাও তো সচেতনতা ! যদি তোমরা এটা না জানো, তাহলে তাকে অজ্ঞানী বলা হবে । তোমরা বাচ্চারা এখন এসব জানো । বাবা তাঁর বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দিয়েছেন, আমি তোমাদের হীরকতুল্য বানাতে এসেছি । তবে এমন হলে হবেনা যে এখানে বসে তাঁর কাছে শুনলে আর আগের মতোই পানভোজন ইত্যাদিতে লেগে রইলে । সেই লাইফ ছিল কড়িসম । দেবতাদের লাইফ হীরকসম । তাঁরা স্বর্গে সুখ ভোগ করেন । এইরকম ছবিও তো আছে, তাই না ! আগে তোমরা জানতে না যে তোমরা কত সুখী ছিলে, এখন তোমরা অসুখী হয়েছ । তোমরা জানতে না, কিভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ ! এখন আমি তোমাদের এইসব বলি । তোমরা এখন অন্যকেও বলার উপযুক্ত হয়েছ । বাবা তোমাদের সচেতন বানান, সুতরাং, তোমাদের তো অন্যদের বোঝানোই উচিত্ । এমন হওয়া উচিত্ নয় যে, ঘরে ফেরা মাত্রই তোমরা আগে যা করছিলে আবার সেইসব করতে লাগলে ! এই শিক্ষা নিয়ে তারপর অন্যকেও শেখাও । বাবার পরিচয় দিতে তোমাদের যেতে হবে । বেহদের বাবা তো সবার একই । সমস্ত ধর্মের লোকেরাই তাঁকে ডাকে, হে পরমপিতা পরমাত্মা ! অথবা হে প্রভু ! এমন কেউ নেই যে পরমাত্মাকে স্মরণ করেনা । সব ধর্মের লোকেদের বাবা এক । সবাই সেই একেরই স্মরণ করে । বাবার থেকে সকলের বরসা লাভ করার অধিকার আছে । বরসা সম্বন্ধেও তোমাদের বোঝাতে হবে । বাবা কোন বরসা দেন ? মুক্তি আর জীবনমুক্তি । এখানে সবাই জীবন বন্ধনে আবদ্ধ । বাবা এসে সবাইকে রাবণের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন । এই সময় কেউ জীবনমুক্ত নয় কারণ এটা রাবণ রাজ্য । তারা দেহ-অভিমানী । দেবতারা দেহী-অভিমানী হওয়ার কারণে জানেন যে আমরা আত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ নিই । সেই সময় তাঁরা পরমাত্মাকে জানতে পারেননা । যদি পরমাত্মাকে জানতেন তবে সমগ্র সৃষ্টি চক্রকে জেনে যেতেন । একমাত্র তোমরাই ত্রিকালদর্শী । বাবা স্বয়ং এখানে বসে ব্রাহ্মণদেরই ত্রিকালদর্শী বানান । যেহেতু দেবতারা তিনকাল সম্পর্কে জানেননা সেইজন্য পরে যখন তাঁদের বংশাবলীরা আসে তাদের মধ্যেও এই জ্ঞান থাকেনা, সুতরাং অন্যদের মধ্যে এই জ্ঞান কোথা থেকে আসবে ? এই জ্ঞান দান করেন এক এবং একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা । এই সহজ রাজযোগের নলেজ আর কারও থাকতে পারেনা । দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্রও হতে হবে । সুতরাং, ড্রামা অনুসারে তাদের সেইসব শাস্ত্র রচনা করতে হয় । গীতা ভাগবত ইত্যাদি একইভাবে আবারও রচিত হবে । গ্রন্থও একইভাবে তৈরি হবে । দেখ গ্রন্থ আকারে এখন কত বড় হয়েছে । আগে এটা অনেক ছোট ছিল, হাতে লেখা হতো । এখন অনেক বাড়ানো হয়েছে । এখানে এটা একইরকম । যদি তোমরা এর গ্রন্থ বানাও এটা অনেক বড় হয়ে যাবে । যাই হোক, তারপরে এটা শর্ট করা হয়ে থাকে । অন্তিমে বাবা দুটো শব্দ বলেন, মনমনাভব ! আমি তোমাদের সব বেদ, শাস্ত্রের সারাংশ বোঝাই । সুতরাং,

তাদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় ; অমুক অমুক শাস্ত্রে এই-এই বলেছে । তারা কোনও ধর্মের শাস্ত্র নয় । ভারতের ধর্ম একটাই । যাই হোক, তোমরা প্রমাণ করতে পারবেনা সেইসব শাস্ত্র কোন ধর্মের ! ভারতের একমাত্র শাস্ত্র গীতা । গীতা সর্বশাস্ত্র শিরোমণি রূপে স্মরণ করা হয় । গীতার মহিমা তোমরা অ্যাক্যুরেট জেনেছ । এই গীতার মাধ্যমে বাবা এসে ভারতকে স্বর্গে রূপান্তরিত করেন । ভারতের শাস্ত্র অনেক সম্মানের সাথে উচ্চারিত হয় । যাই হোক, গীতার ভগবান কে না জানার জন্য তারা মিথ্যা শপথ নেয় । এখন সেটা কারেক্ট করো ! ভগবান কখনও বলেননা তিনি সর্বব্যাপী । কোনও কোনও বাচ্চা প্রশ্ন করে, শিববাবা এখানে এসে মুরলি শোনান, তাহলে সেই সময়ে কি তিনি পরমধামে থাকেন ? বাবা বলেন, এই সময় আমাকে অনেক কাজ করতে হয় ; অনেক সার্ভিসও চলতে থাকে । আমি কত কত বাচ্চার এবং ভক্তদের সাক্ষাত্কার প্রদান করি । এই সময় আমি বহু রূপে বিরাজমান । এই শব্দের সূত্রেই মানুষ ভাবে সব রূপ ভগবানের । মায়া তাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে দেয় । বাবা ঠিক করে সোজা করে দেন । তোমরা বাচ্চারা মুক্তিধামে যাওয়ার পুরুষার্থ করছ । তোমাদের বুদ্ধি মুক্তিধামের দিকে । কোনও মানুষ তোমাদের পুরুষার্থ করাতে পারেনা যা বাবা তোমাদের করাচ্ছেন । তোমাদের বুদ্ধিযোগ এখন ওখানে লাগাও । জীবনে থেকে এই শরীরকে নিরন্তর ভুলতে থাকো । যখন কারও মৃত্যু হয় লোকে বলে স্বর্গে চলে গেছে তবুও তারা নিরন্তর কাঁদতে থাকে । বাবার সুযোগ্য বাচ্চারা বাবার সহযোগী হয়ে সার্ভিস করে, তারা কখনও ডিসসার্ভিস করেনা । কেউ ডিসসার্ভিস করলে, সেই ডিসসার্ভিস সে নিজেরই করে । বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, এই টাইম মহামূল্যবান । ভবিষ্যত্ ২১ জন্মের জন্য তোমরা উপার্জন করছ । তোমরা জানো যে, তোমরা বিশ্বের বাদশাহী লাভ করো । এটা বিশাল উপার্জন, সুতরাং, তোমাদের নিজেদের তাতে যুক্ত হওয়া উচিত্ । বাবাকে স্মরণ করো । যেমন তোমরা গভার্নমেন্ট সার্ভিসে আট ঘন্টা থাকো, বাবাও বলেন, আমাকেও আট ঘন্টা দাও । রাতে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করোনা । দিনরাত উপার্জন করো । এটা খুব সহজ, শুধু বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর কথা । মানুষ যখন কাজে যায়, তারা মন্দিরের পাশ দিয়ে গেলে প্রথমে মন্দিরে সামনে হাতজোড় করে প্রার্থণা করে, তারপর দোকানে বা গন্তব্যস্থলে যায় । কিন্তু ফেরার সময় আবার ভুলে যায়, ঘরের কথা মনে পড়ে যায় । সেটাও ভালো । যেমনই হোক তারা এর অর্থ কিছুই বোঝেনা । বাচ্চারা কলকাতায় তোমাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত্ । সেখানে দেবী কালিকামাতাকে অনেক মান দেওয়া হয় । বাঙালিদের নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ আছে । তারা অবশ্যই ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মত্স্য খাওয়ায় । বড় বড় মানুষ নিজস্ব পুকুরে মত্স্য পালন করে, সুতরাং ব্রাহ্মণদেরও খাওয়াবে । এখন তোমরা প্রকৃত বৈষ্ণব হচ্ছ । প্র্যাকটিকালি তোমরা বিষ্ণুপুরী যাচ্ছ । এইরকম নয় যে সেখানে চতুর্ভুজসহ কোনও মানুষ থাকবে । লক্ষ্মী -নারায়ণকে বিষ্ণু বলা হয়ে থাকে, দুই বাহু লক্ষ্মীর এবং দুই বাহু নারায়ণের । তোমরা লক্ষ্মীর পূজা করলে বাস্তবে তা' নারায়ণের পূজা করা হয় । দুজনেই তো একত্রীকৃত, তাই না ! এই সময় মহিমা মাতাদের । জগদম্বার মহিমা করা হয় । লক্ষ্মীর নামেও গায়ন হয় । বাবা এসে মাতাদের দ্বারা সবাইকে সদগতি প্রদান করলে জগদম্বা তখন রাজরাজেশ্বরী হন । মা হলেন পূজিতা । বাস্তবে, জগদম্বা এক, তাই না ! যেমন তারা এক-শিবলিঙ্গ বানায় তেমন একইভাবে আবার ছোট ছোট সালিগ্রামও বানায় । ঠিক এইরকমই কালীমাতারও অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে, তারা যেন মায়ের সন্তান । এখন বাবা তোমাদের নিজের বানাচ্ছেন, একেই বলা হয় বলি হওয়া অর্থাত্ একের প্রতি সমর্পণ । তোমরা নিজেদের তাঁর কাছে সমর্পণ করো, ব্রহ্মার কাছে নয় । বাবা বোঝান, তোমরা অবশ্যই এখন আর টাইম ওয়েস্ট করোনা । তোমরা ব্যবসাদি করলেও যদি নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান থাকে তবে আরও বেশীর জন্য এতে কেন মাথা কুটে মরছ ! হ্যাঁ, শিববাবার যজ্ঞে যখন দিচ্ছ, তখন

সেটা বিশ্ব সেবার্থে দেওয়ার মতো হচ্ছে । বাবা বলবেন, সেন্টার বানাও যেখানে কন্যারা মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়ার পথ বলে দেবে । এই পড়া কত ফার্স্টক্লাস ! অনেকের কল্যাণ হবে । বাবা বলেন, কোটি কোটি উপার্জন করো, কিন্তু এমন কাজ করো যাতে ভারত পবিত্র হয়, এভার হেলদি হয় । ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার তোমরা এখন নিচ্ছ । সেখানে গরীব কেউ হয়ই না । এই সময়ের প্রারব্ধ তোমরা সেখানে লাভ করো, সুতরাং, তোমাদের কত নলেজ ধারণ করা উচিত্ ! তোমাদের একেকটা পয়সা হীরে সমান, ভারত স্বর্গে পরিণত হয় । বাকি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । যতটুকু টাকা তোমাদের বাঁচবে সার্ভিসে ব্যয় করো । এটা হলো সবচেয়ে বড় হসপিটাল । অনেক গরীব বাচ্চা বলে, আমি আট আনা দিচ্ছি বিল্ডিংয়ে একটা ইঁট আমার নামে গেঁথো । আমরা জানি এই থেকেই মানুষ এভার হেলদি হবে । অনেক মানুষ এখানে আসবে । এমন ক্যু তৈরি হবে যা তোমরা আগে কখনও দেখনি । অতএব, তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত্ যে, তোমাদের রূপান্তর হচ্ছে ! তোমরা কি ছিলে আর কি হতে যাচ্ছ ! আমরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি । বাবা নিরাকার, জ্ঞানের সাগর । এই রথে তিনি প্রবেশ করেন । বাচ্চাদের অতি ক্ষমাশীল হতে হবে, তোমাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ- স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবার দ্বারা তোমার তন, মন, ধন সফল করো । তোমার অর্থ হীরকতুল্য, ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজে লাগাও । একে ব্যর্থ হতে দিওনা ।

২) ভবিষ্যতের ২১ জন্মের প্রারব্ধ তৈরি করার জন্য সময় দিনরাত উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে । সময় নষ্ট কোরোনা । শরীরকে ভুলে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদানঃ- জ্ঞান, গুণ আর শক্তিরূপী সঞ্চিত সম্পদের দ্বারা ঐশ্বর্যশালী হওয়ার অনুভবকারী সম্পত্তিবান ভব

যে সকল বাচ্চাদের কাছে জ্ঞান, গুণ আর শক্তিসম্পদ আছে তারা সদা সম্পন্ন অর্থাত্ সন্তুষ্ট থাকে, তাদের অপ্রাপ্তির লেশমাত্র থাকেনা । হদের ইচ্ছেগুলো তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে । তারা দাতা । তাদের মধ্যে হদের ইচ্ছা বা অপ্রাপ্তি কোনকিছুর উদ্ভব হয়না । যারা সবসময় কিছু না কিছু চাইছে তাদের মতো ভিক্ষুক হয়না । এইরকম সদা সম্পন্ন এবং সন্তুষ্ট বাচ্চাদেরই সম্পত্তিবান বলা হয়ে থাকে ।

স্লোগানঃ- সদা ভালবাসায় লীন হলে মেহনতের অনুভব হবেনা ।